সিরিয়াল কিলার রওশন মেহেরপুর কারাগারে

জাসদের প্রতিষ্ঠাতা ও মুক্তিযদ্ধের অন্যতম সংগঠক কাজী আরেফসহ ৫ জনকে হত্যা মামলার ফাঁসির আসামি রওশন আলীকে মেহেরপুর কারাগারে নেওয়া হয়েছে।
সোমবার বেলা ১১ টার দিকে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে রওশনকে মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রিপতি কুমার বিশ্বাসের আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে মেহেরপুর কারাগারে নেয়ার নির্দেশ দেন। পরে কড়া পুলিশি প্রহরায় তাকে কারাগারে নেওয়া হয়।
ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রওশন আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী হত্যা, ভবানীপুর গ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আমজাদ হোসেন মাস্টার এবং আলম হুজুর হত্যা মামলারও আসামি। রওশন আলী গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের নাইয়েদ আলীর ছেলে।
জানা গেছে, ২২ বছর আত্মগোপনে থাকার পর কয়েকদিন আগে রাজশাহী থেকে র্যাবের হাতে আটক হন রওশন। আত্মগোপনে থেকে রওশন নাম পাল্টে উদয় মন্ডল নামে সে ২২ বছর ধরে রাজশাহী এলাকার একটি গ্রামে বসবসা করে আসছিলেন। এবং জাতীয় পরিচয় পত্রে তিনি উদয় মন্ডল নাম ব্যবহার করে আসছিলেন।
জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভবানীপুর, পীরতলা, কাজীপুর, আড়পাড়া, শানঘাট, চান্দামারী এবং কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ত্রাস ছিলেন রওশন আলী। ১৯৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল প্রকাশ্য দিবালোকে আব্দুল বাকী চেয়ারম্যানকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় বাকীর ভাই সাজ্জাদুল স্বপন বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলার আসামি হিসাবে রওশন আলীকে ২০১৭ সালের ২৭ এপ্রিল মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক টি এম মুসা রওশনকে ফাঁসির আদেশ দেন।
বাকী হত্যাকাণ্ডের কয়েক মাস পর প্রকাশ্য দিবালোকে ভবানীপুর-পীরতলা মাঠের সড়কে গুলি করে আমাজদ মাস্টারকে হত্যা করে রওশন গ্রুপ। হত্যা মামলাটি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এর আগে আমজাদ মাস্টার ও আব্দুল বাকীর ঘনিষ্টজন হিসেবে পরিচিত ভবানীপুর গ্রামের আলম হুজুরকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করেছিল রওশন ও তার বাহিনীর সদস্যরা।

১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে একটি সভা চলছিল। সভার সময় ব্রাশ ফায়ারে জাসদের পাঁচজন নেতা নিহত হন। দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কাজী আরেফ আহমেদ ছাড়াও নিহত হন তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, স্থানীয় জাসদ নেতা ইসরাইল হোসেন এবং শমসের মণ্ডল। ওই মামলায় ২০০৪ সালের ৩০ অগাস্ট রওশন আলীসহ ১০ জনের ফাঁসি এবং ১২ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন কুষ্টিয়া জেলা জজ।
২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারী রাতে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি কার্যকর হয় ৩ আসামীর। এরা হলেন-কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার রাজনগর গ্রামের হাবিবুর রহমান, কুর্শা গ্রামের আনোয়ার হোসেন ও রাশেদুল ইসলাম। আসামিদের মধ্যে কারাগারে একজনের মৃত্যু হয় আর বাকীরা পলাতক রয়েছে। এর মধ্যে রওশন আলী আটকের মধ্য দিয়ে আরও একজন আটক হলো।

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় আক্রান্ত ৯

চুয়াডাঙ্গায় রবিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯ জন। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৮ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৮ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৬২ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ রবিবার ৫৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে । এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ৫৮০ জন।

এ দিকে ১১৫ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ২৭ হাজার ২১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ৯ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা

আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৭৬২ জনে। রবিবার নতুন করে ২১ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ২৭৪ জন। বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ১৯ জন আর বাড়িতে আছেন ২৬১ জন।

নতুন যে ৯ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার ভিতরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৪ জন আলমডাঙ্গা উপজেলার ৩ জন দামুড়হুদা উপজেলায় ১ জন এবং জীবননগর উপজেলার ১ জন ।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৭ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে সকলেই সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ৯.৩১ শতাংশ।

মেহেরপুরে ৪ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২ জন,গাংনী ১ জন, মুজিবনগরে ১ জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৯৬ টি। তারমধ্যে ৪ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৭১ জন। তার মধ্যে সদরে ২৬ জন, গাংনীতে ৩৫ জন এবং মুজিবনগরে ১০ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৮ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৭ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

মেহেরপুরে মরহুম তুষার স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর শহরের ক্যাশবপাড়ায় মরহুম তুষার স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। ক্যাশবপাড়া যুব সম্প্রদায় এর উদ্যোগে ক্যাশবপাড়া মাঠে এ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

রবিবার বিকালে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন, তোজাম্মেল হক সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী খেলায় ক্যাশবপাড়া সুপার কিংস ১-০ গোলে ক্যাশবপাড়া ভাইকিংসকে পরাজিত করে।

মুজিবনগরে চুরিকৃত মোবাইল ও টাকা উদ্ধার! চোর আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে চুরিকৃত মোবাইল ও টাকাসহ শাহিন রেজা (২৯) নামের এক চোরকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। আটক শাহিন রেজা মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

গত শনিবার বিকেলে চোর শাহিন রেজার বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার শয়ন কক্ষ থেকে চোরায় কৃত তিনটি মোবাইল ও ১৮ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) আব্দুল হাশেম, জানান গত ২ তারিখে শিবপুর গ্রামের বাশার শেখ (কাটু)র, ছেলে আবুল কালাম আজাদ, মুজিবনগর থানায় মোবাইল ও টাকা চুরির বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করে।

তার অভিযোগের প্রক্ষিতে আমার নির্দেশে, মুজিবনগর থানাধীন বিশ্বনাথপুর আইসি পুলিশ ফাড়ির এস আই ঈস্রাফিল তদন্ত শুরু করে। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার বিকেলে এস আই ঈস্রাফিল সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্স নিয়ে, সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে, শাহিন রেজাকে তার বাড়ি থেকে চুরিকৃত মোবাইল ও টাকা সহ আটক করে।

তিনি আরো বলেন, চোর শাহিন অনেক দিন থেকে এলাকার বিভিন্ন গ্রামে রাতের আধারে মোবাইল সহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করত। মূলত এটাই ছিল তার পেশা। আটককৃত চোরকে মামলা দিয়ে কোর্টে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে তিন দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় আকুল আহমেদ (৩২), রফিকুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম (৩৮) নামের তিন দালালকে আটক বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। এদিকে অভিযান টের পেয়ে সটকে পড়ে হাসপাতালকে ঘিরে আশপাশে থাকা একাধিক দালাল চক্র।

রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট খাদিজা খাতুন ও র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার ইলিয়াস খানের তত্ত্বাবধানে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত আকুল আহমেদ কুষ্টিয়ার ইবি থানার শংকরপুর এলাকার মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে, রফিকুল ইসলাম সদর উপজেলার মনজেল আলীর ছেলে ও জাহাঙ্গীর আলম সদর উপজেলা জুগিয়া এলাকার মৃত মহসিন ফকিরের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে দালালদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন রোগী ও তাদের স্বজনরা। প্রতিদিনই প্রতারিত হচ্ছিলেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা সহজ-সরল প্রকৃতির লোকজন।

দালালদের খপ্পরে পড়ে অনেক রোগীর প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে। শহরের বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকের পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় এ দালাল চক্রটি।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট খাদিজা খাতুন জানান, হাসপাতালে আগত রোগীদের সাথে প্রতারনা করার অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। এসময় তারা দোষ স্বীকার করলে আকুল আহমেদ ও রফিকুল ইসলামকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ২১ দিনের কারাদণ্ড এবং জাহাঙ্গীর আলমকে একই ধারায় ৭ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

গাংনীতে একই বিল্ডিং থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আবারো নির্মাণ শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত

মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই বিল্ডিং থেকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে আবারো এক নির্মাণ শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। রোববার (০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১) বেলা ১১ টার দিকে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শ্রমিকদের হেড মিস্ত্রি নুরুল ইসলাম জানান, সকলে মিলে গাঁড়াডোব গ্রামের মুদি ব্যবসায়ী বদর উদ্দিনের বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলা ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শুরু করেন তারা। এসময় লুৎফর রহমান (৪০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মোবাইলে একটি কল আসে। এসময় মোবাইলটি রিসিভ করে কথা বলতে বলতে অসাবধানতাবশত ছাদের উপর দিয়ে যাওয়া ৩৩ হাজার ভোল্টেজের তারের স্পর্শে লুৎফর রহমান মারাত্মক ভাবে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। লুৎফর রহমান উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের (সাবেক ইউপি সদস্য) মৃত জহুরুল ইসলামের ছেলে। কর্মরত অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বিবেচিত হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার (২৭ আগস্ট ২০২১) ইং তারিখে একই বিল্ডিং এ কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের আব্দুল আজিজ নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মালিক বদর উদ্দীন বিল্ডিংয়ের উপর থেকে বৈদ্যুতিক তার সরিয়ে নেওয়ার জন্য পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করলেও বিভিন্ন অজুহাতে পল্লী বিদ্যুৎ অফিস কর্তৃপক্ষ তা সরিয়ে নেয়নি ফলে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ ঘটনায় শ্রমিক ও এলাকাবাসী বিল্ডিং মালিকের ওপর চড়াও হলে অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। ঘটনাটি বেশি দূর না গড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই সমাধান হয়ে যায়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত আহত নির্মাণ শ্রমিক লুৎফর রহমান রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভর্তি রয়েছে।

গাংনীতে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতির সংবাদ সম্মেলন

গাংনী রবিউল মেমোরিয়াল হাসপাতালের স্বত্ত্বাধিকারী তরিকুল ইসলাম ও মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনী ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতি। আজ রোববার দুপুরে এইচ এম ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গাংনী উপজেলা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন মিঠু।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, রবিউল মেমোরিয়াল হাসপাতালের স্বত্ত্বাধিকারী তরিকুল ইসলাম গত ০২ সেপ্টেম্বর গাংনীর কাথুলী গ্রামের চুমকী খাতুনকে ভোরের আলো উন্নয়ন সংস্থার নামে গর্ভবতীর স্বাস্থ্য সেবা কার্ড করে দেন এবং সিজার করানোর জন্য ৬৫০০/- টাকা চুক্তি করেন। পরে চুক্তি ভঙ্গ করে ৮৫০০/- টাকা দাবী করেন। বিষয়টি ভুক্তভোগি পরিবার থেকে গাংনী ক্লিনিক মালিক সমিতিকে অবহিত করলে তরিকুলকে সমিতির পক্ষ থেকে ডাকা হলে তিনি তা উপেক্ষা

করে সমিতির লোকজনকে তার প্রতিষ্ঠানে যেতে বলে। পরে সেখানে যাওয়া হলে তিনি স্বদুত্তোর না দিয়ে এটি ব্যবসায়িক পলিসি বলে জানান। এ সময় খারাপ আচরনও করা হয় বলে দাবী করেন দেলোয়ার হোসেন। এ বিষয়ে সমিতির পক্ষ থেকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলেও তরিকুল ইসলাম কোন জবাব প্রদান করেন নি।
এদিকে তরিকুল ইসলাম কৌশল অবলম্বন করে তার স্ত্রীকে দিয়ে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই সাথে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় মান সম্মান ক্ষুন্ন করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। যা সম্পুর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। তরিকুলের এহেন আচরণ অত্র সমিতির পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্মানহানী করেছে বলেও দাবী করেন দেলোয়ার হোসেন মিঠু। সংবাদ সম্মেলনে গাংনী উপজেলা ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক মালিক সমিতির সদস্য ও বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

চেতনা নাশক টেবলেট খাওয়ায়ে ২লাখ ৬০হাজার টাকা হাতিয়ে নিল প্রতারক চক্র

বাসের মধ্যে চেতনা নাশক টেবলেট খাওয়ায়ে অজ্ঞান করে ২লাখ ৬০হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। শনিবার বিকাল ৪টার দিকে বৃত্তিপাড়া থেকে ঝিনাইদহে আসার পথে খুলনাগামী একটি বাসের মধ্যে ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে লোকটি ঝিনাইদহের হাসান ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
স্বজনদের কাছ থেকে জানা যায়, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধুপাবিলা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক ইসমাইল হোসেন (৬৫) শনিবার সকালে গরু কেনার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়ার বালিয়া পাড়া গরুর হাটে যায়। গরুর দাম সুবিধামত না পেয়ে বেলা তিনটার দিকে হাটের থেকে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। বৃত্তিপাড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝিনাইদহে আসার উদ্দ্যেশে খুলনাগামী একটি বাসে উঠে।

বাসে কোন খালি সিট না থাকায় লোকটি প্রথমে দাড়িয়ে ছিল তারপর

দুজন ভদ্রবেশী প্রতারক তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের পাশে বসার সুযোগ করে দেয়। আলাপচারিতার কিছুক্ষন পরে তারা মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। এভাবে শেখপাড়া বাসস্ট্যান্ড ছাড়িয়ে আলাপ পরিচয়ের একপর্যায়ে তাদের কাছে ভাল গ্যাসের টেবলেট আছে বলে জানান এবং কৌশলে একটা খাওয়ায়ে দেন। এক পর্যায়ে ইসমাইল হোসেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখন তার কোমরে থাকা ২লাখ ৬০ হাজার টাকার ব্যাগটি নিয়ে প্রতাকর চক্রটি সটকে পড়ে।

তার সাথে আর একজন সঙ্গি ছিল বাসের পিছনের দিকে বসা সে এসব ঘটনার কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। পরে ঝিনাইদহে পৌঁছালে অজ্ঞান অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঝিনাইদহ শহরের হাসান ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। দীর্ঘ ১২ঘন্টা চিকিৎসার পর লোকটির জ্ঞান ফিরেছে এবং আস্তে আস্তে টেবলেট খাওয়ানোর ঘটনা বর্ননা দিতে পারছেন। এব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানায় অজ্ঞাত প্রতারক চক্রদের বিরুদ্ধে একটি মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

মুক্তিবাহিনীর আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুড়িয়ে দেওয়া সেই বাড়ী

সময় চলে যায়, মানুষ বদলে যায়, কিছু স্মৃতি, কিছু কথা, কিছু ঘটনা ইতিহাস হয়ে রয়ে যায়, কিন্তু সব ঘটনা কি ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়? মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসে কত ঘটনায় ঘটেছে তার কটায় বা লেখা আছে। শহরের উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ছাড়া ইাতহাসে অনেক কিছুই স্থান পায়না। কিন্তু যাদের সামনে ঘটে তারা কখনো ভুলে যেতে পারে না।

ঝিনাইদহের অজ পাড়াগা সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের পাবর্তীপুর গ্রাম। প্রায় ২কি.মি পায়ে হাটা পথ পেরিয়ে হাজী আসকর আলীর বাড়ী, এই বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা বিশ্রাম নিতো সময় কাটাত। একদিন হঠাৎ আষাঢ়ের নির্ঝর দুপুরে (ইংরেজী জুলাই মাস) বাড়িটি ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি সেনারা সাথে ছিল এদেশীয় কিছু দোষর আলবদর রাজাকার।